পাসপোর্ট ফেরত পেলেন না মেঘনা আলম, আদালত চত্বরে অঝোরে কান্না

সংগৃহীত ছবি

প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মামলায় আটক থাকা মডেল মেঘনা আলম পাসপোর্ট ফেরত চাইলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন। বিদেশে পালানোর আশঙ্কা ও ফরেনসিক রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকার কারণে এ সিদ্ধান্ত দেন বিচারক। শুনানি শেষে সাংবাদিকদের সামনে অঝোরে কেঁদে ন্যায়বিচার প্রশ্নে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মেঘনা।

রাজধানীর ধানমণ্ডি থানার প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মামলায় আলোচিত মডেল ও মিস আর্থ বাংলাদেশ–২০২০ বিজয়ী মেঘনা আলমের জব্দ করা পাসপোর্ট ফেরতের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম এ আজহারুল ইসলামের আদালত রাষ্ট্র ও আসামি পক্ষের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

মেঘনার আইনজীবীরা যুক্তি দেখান, তিনি একজন লিডারশিপ ট্রেইনার, নিয়মিত আন্তর্জাতিক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং সামনে একটি বিদেশ সফর রয়েছে। এজন্য পাসপোর্ট ফেরত প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর হারুন অর রশিদ বলেন, মামলাটি সংবেদনশীল ও তদন্তাধীন। জব্দ করা মোবাইল ও ল্যাপটপের ফরেনসিক রিপোর্ট এখনও দাখিল হয়নি। এসব ডিভাইস ব্যবহার করে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের প্রমাণ মিলতে পারে। পাসপোর্ট ফেরত পেলে বিদেশে পালানোর ঝুঁকি রয়েছে। আদালত এ যুক্তি মেনে আবেদন খারিজ করেন এবং আগামী ১১ নভেম্বর ফরেনসিক রিপোর্ট দাখিলের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন।

শুনানি শেষে আদালত চত্বরেই সাংবাদিকদের সামনে অঝোরে কেঁদে ওঠেন মেঘনা আলম। তিনি বলেন, “শুরু থেকেই আমাকে মিথ্যা অভিযোগে হেয় করা হচ্ছে। মানুষ আমাকে অপমানিত করেছে। আদালতে যখন একের পর এক মিথ্যা বলা হয়, তখন আমি ন্যায়বিচার কোথায় পাবো?”

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে বিদেশি কূটনীতিক ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রতারণার অভিযোগে মেঘনা আলমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এক মাসের কারাবাসের পর তিনি জামিনে মুক্তি পান। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, মেঘনা আলম ও তার সহযোগীরা সুন্দরী তরুণীদের ব্যবহার করে কূটনীতিক ও ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেইল করতেন এবং অর্থ আদায় করতেন।